মহান প্রার্থনা

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية يؤدي إلى راحة البال

মহান প্রার্থনা

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2023 দ্বারা প্রকাশিত

মহান প্রার্থনা

প্রথম সংস্করণ। 5 মে, 2023।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

জামে আত তিরমিযী, 3235 নম্বরে পাওয়া মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদিস মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি ব্যাপক ও সর্বব্যাপী দোয়া রয়েছে। যদি এর উপর কাজ করা হয় তাহলে একজন মুসলিমকে মহৎ চরিত্র অর্জনে সাহায্য করবে।

জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 68 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

মহান প্রার্থনা

ইসলামের দুই অংশ

প্রার্থনার প্রথম অংশটি হল মহান আল্লাহর কাছে একজনকে সমস্ত নেক আমল করার এবং সমস্ত পাপ পরিত্যাগ করার ক্ষমতা দেওয়ার জন্য একটি অনুরোধ। এটি একটি সর্বব্যাপী বিবৃতি কারণ এই দুটিকে ইসলামের দুটি অংশ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। যাকে তা দেওয়া হবে সে মহান আল্লাহর রহমতে দুনিয়া ও পরকালে সফলকাম হবে।

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে বোঝার গুরুত্ব শেখাচ্ছেন যে, সৎ কাজ করার অনুপ্রেরণা, জ্ঞান, শক্তি এবং সুযোগ সবই আল্লাহর কাছ থেকে আসে। উচ্চাভিলাষী। এটা বোঝা একজন মুসলিমকে অহংকার থেকে দূরে রাখবে কারণ একটি পরমাণুর মূল্য যা একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। এটি সহীহ মুসলিম, 266 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

এই প্রার্থনায় উল্লিখিত নেক আমলগুলির মধ্যে সেই সমস্ত কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা মহান আল্লাহকে খুশি করে এবং যা মানুষকে মহান আল্লাহর রহমতের কাছাকাছি নিয়ে আসে। এর মধ্যে এমন সব কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা ফরয, যেমন ফরজ সালাত, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস এবং অন্যান্য সুপারিশকৃত কাজ।

গুনাহ থেকে বিরত থাকা সেই সমস্ত কাজকে অন্তর্ভুক্ত করে যা মহান আল্লাহ অপছন্দ করেন এবং কাউকে তাঁর রহমত থেকে দূরে নিয়ে যান। এর মধ্যে উভয় বড় পাপ রয়েছে, যেগুলো আন্তরিক অনুতাপের মাধ্যমে মাফ করা হয় এবং ছোটখাটো পাপ, যেগুলো সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে মুছে ফেলা যায়। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 31:

"তোমরা যদি বড় গুনাহগুলি থেকে বিরত থাকো যেগুলি থেকে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে আমরা তোমাদের থেকে তোমাদের ছোট গুনাহ দূর করে দেব এবং তোমাদেরকে একটি সম্মানজনক প্রবেশদ্বারে প্রবেশ করাব।"

এটা বোঝা যায় যে, এই দোয়ার মধ্যে রয়েছে নিজের কাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার আন্তরিক অভিপ্রায়, তা সৎ কাজ করা হোক বা পাপ থেকে বিরত থাকা, কারণ কাজগুলো শুধুমাত্র ভালো নিয়তে করা হলেই মূল্যবান। এটি সহীহ বুখারী, নং-১৩৬-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

আন্তরিকভাবে দরিদ্র ভালবাসা

এই মহান প্রার্থনায় উল্লেখিত পরবর্তী জিনিসটি হল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য গরীবদের ভালবাসার ক্ষমতা। দরিদ্রদের ভালবাসা একজনের আন্তরিকতার একটি চমৎকার ইঙ্গিত। এর কারণ হল একজন ব্যক্তি আশা করে না যে একজন দরিদ্র ব্যক্তি তাদের সাহায্যের বিনিময়ে তাদের কিছু দেবে, কারণ তারা দরিদ্র। সুতরাং যারা দরিদ্রদেরকে যে কোন উপায়ে সাহায্য করে তারা তাদের চেয়ে যারা দরিদ্রদের সাহায্য করে না তাদের চেয়ে আন্তরিকতার অর্থের কাছাকাছি, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

আসলে, ভালবাসা একটি খুব কঠিন আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা. সুতরাং যে ব্যক্তি এটিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং আল্লাহ তায়ালা যা পছন্দ করেন, যেমন গরীবদের পছন্দ করেন, সে দৃঢ় ঈমান অর্জন করেছে। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসা, সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে নিজের ঈমানকে পূর্ণ করার একটি দিক।

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 2352 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, দরিদ্রদের ভালবাসা এবং ঘনিষ্ঠ হওয়া একজনকে মহান আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। বিচার দিবসে। মহান আল্লাহর কাছে তাদের উচ্চ মর্যাদা সহীহ বুখারি, 5196 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটি পরামর্শ দেয় যে জান্নাতের অধিবাসীদের অধিকাংশই দরিদ্র। এবং সুনানে ইবনে মাজাহ, 4122 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে ধনীদের পাঁচশ বছর আগে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

পূর্বে উদ্‌ধৃত হাদিসটিতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবিত, মৃত্যু এবং দরিদ্রদের মধ্যে পুনরুত্থিত হওয়ার অনুরোধের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে দরিদ্রদের ভালোবাসে সে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে। অধ্যায় 76 আল ইনসান, আয়াত 8-9:

"এবং তারা এটির প্রতি ভালবাসা সত্ত্বেও [1] অভাবী, এতিম এবং বন্দীকে খাবার দেয়। [বলে], "আমরা তোমাদের খাওয়াই শুধুমাত্র আল্লাহর মুখের [অর্থাৎ সন্তুষ্টির জন্য]। আমরা তোমাদের কাছ থেকে পুরস্কার বা কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।"

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বদা দরিদ্রদের সঙ্গ দিতেন এবং তাদের চাহিদা পূরণে সচেষ্ট ছিলেন। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 1415 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে ।

এটা মনে রাখা জরুরী, যে এই ভালবাসা শুধুমাত্র কথার মাধ্যমে নয় কর্মের মাধ্যমে দেখাতে হবে। একজন মুসলমানের উচিত তাদের যে কোনো উপায়ে সাহায্য করা, যেমন আর্থিক ও মানসিক সমর্থন।

গরীবদের ভালবাসা অহংকার দূর করতে পারে কারণ অহংকারী লোকেরা দরিদ্রদের সাথে মেলামেশা করতে অপছন্দ করে। এই ছিল মক্কার কিছু অমুসলিমদের মনোভাব যারা দরিদ্রদের অপছন্দ করত। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 31:

"আর তারা বললো, "কেন এই কুরআন দুটি শহরের একজন মহান ব্যক্তির উপর নাযিল করা হলো না?"

দরিদ্র এবং অভাবী মানুষের সাথে মেলামেশা মানুষকে তাদের কাছে যা আছে তার জন্য কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2513 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তির উচিত এমন লোকদের পর্যবেক্ষণ করা যারা তাদের চেয়ে কম পার্থিব জিনিসের অধিকারী। যারা বেশি অধিকারী তাদের পর্যবেক্ষণ করা একজনকে তাদের যা আছে তার প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে উৎসাহিত করতে পারে। এটি অন্যান্য খারাপ বৈশিষ্ট্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে যেমন, হিংসা এবং জড় জগতের প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসা যা একজনকে পরকালের জন্য প্রস্তুতির প্রতি উদাসীন করে তোলে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 131:

"এবং আপনার দৃষ্টি সেদিকে প্রসারিত করবেন না যেটির দ্বারা আমি তাদের [কিছু] শ্রেণীকে ভোগ-বিলাস দিয়েছি, [এটি কিন্তু] পার্থিব জীবনের জাঁকজমক যার দ্বারা আমরা তাদের পরীক্ষা করি। আর তোমার প্রভুর রিযিক উত্তম ও স্থায়ী।"

এ কারণেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রী, মুমিনদের মা, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জামে আত তিরমিযী, ১৭৮০ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে কেবলমাত্র গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তার প্রয়োজনীয়তা

ও দায়িত্ব পূরণের জন্য এবং ধনীদের জমায়েত এড়ানোর জন্য এই দুনিয়া থেকে ন্যূনতম বিধান।

উল্লেখ্য যে, প্রকৃত দরিদ্র ব্যক্তি সেই ব্যক্তি যে মহান আল্লাহর প্রেম ও ভয়ে বিনীত হওয়ার ফলে মহান আল্লাহর কাছে দারিদ্র্য ও অভাবগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে প্রয়োজন, যা তাদের অভাবী করে তোলে। এবং যখন বিশ্বের কথা আসে তখন তারা উদ্বিগ্ন থাকে তাই এই ক্ষেত্রে, তারা ধনী যদিও তারা আর্থিকভাবে দরিদ্র হতে পারে।

মহান আল্লাহর ক্ষমা ও করুণা

এই মহান প্রার্থনার পরবর্তী দিকটি মহান আল্লাহর ক্ষমা ও রহমতের জন্য। এই দুটি উপাদান রয়েছে যা উভয় জগতেই ভাল। আসলে, ক্ষমা ছাড়া তাদের পাপ মুছে ফেলা যায় না। এবং মহান আল্লাহর রহমত ব্যতীত, অনুপ্রেরণা, জ্ঞান, শক্তি এবং সৎ কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগের আকারে কেউ সৎ কাজ করতে পারে না। পরকালে মহান আল্লাহর ক্ষমা ব্যতীত কেউ জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারে না এবং তাঁর রহমত ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না। এটি সহীহ বুখারী, 5673 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

ট্রায়াল এবং tribulations

এই মহান প্রার্থনায় উল্লিখিত পরবর্তী দিকটি হল পরীক্ষা ও ক্লেশ থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া। একজন মুসলমানের উচিত পরীক্ষা থেকে সুরক্ষা কামনা করা, বিশেষ করে যেগুলো কারো বিশ্বাসকে প্রভাবিত করতে পারে এমনকি যদি এর অর্থ মৃত্যু কামনা করা হয়। ঈমানের পরীক্ষা হওয়ার আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া একটি বড় নিয়ামত এবং পরীক্ষা থেকে আশ্রয় প্রার্থনাকারী হাদিসগুলো মূলত এ ধরনের পরীক্ষার ইঙ্গিত দেয়। উদাহরণস্বরূপ, জামি আত তিরমিযী, 3604 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস মুসলমানদেরকে জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার পরামর্শ দেয়।

জীবনের পরীক্ষাগুলি প্রধানত সেই জিনিসগুলিকে নির্দেশ করে যা একজনের বিশ্বাসকে প্রভাবিত করতে পারে যেমন অবিশ্বাস, খারাপ উদ্ভাবন এবং পাপের উপর অবিচল থাকা। যখন কেউ এই জড় জগতের আধিক্যের পিছনে ছুটে যায় তখন এই সবই ঘটতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, জামি আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, খ্যাতি ও সম্পদের প্রতি ভালোবাসা একজনের ঈমানের জন্য ধ্বংসাত্মক, ভেড়ার পালকে ছেড়ে দেওয়া দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে দ্বারা সৃষ্ট ধ্বংসের চেয়েও বেশি।

মৃত্যুর বিচারের মধ্যে রয়েছে মৃত্যুর সময় বিশ্বাস হারানো এবং কবরের পরীক্ষা। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আন নাসাই, 2064 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে কবরের বিচার ততটাই কঠিন হবে, যেমনটি খ্রিস্টশত্রুদের বিচার করা হয়েছিল। এটি উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, সুনানে ইবনে মাজাহ, 4077 নম্বরে পাওয়া হাদীস

অনুসারে। , খ্রীষ্টশত্রুদের বিচারের চেয়ে বড় কোন বিচার এই পৃথিবীতে একজন ব্যক্তির মুখোমুখি হবে না।

পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিসগুলি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এক বিশাল পরীক্ষা যা মানুষের ঈমানকে ধ্বংস করতে পারে তা হল বস্তুজগতের বিলাসিতা অর্জনের চেষ্টা। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারি, 3158 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছিলেন যে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে মুসলিমরা পার্থিব বিলাসিতাগুলির জন্য প্রতিযোগিতা করবে এমন পরিমাণে যে এটি তাদের ধ্বংস করবে। তিনি আরো বলেন, অতীতের জাতিগুলোর ধ্বংসের প্রধান কারণ এটি ছিল। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 2336 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে, প্রতিটি জাতি একটি প্রধান পরীক্ষার সম্মুখীন হয় এবং এই জাতির প্রধান পরীক্ষা ও পরীক্ষা হল সম্পদ।

প্রকৃতপক্ষে, পবিত্র কুরআন নির্দেশ করে যে প্রতিটি ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির জন্য একটি পরীক্ষা। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 20:

"...এবং আমি তোমাদের কিছুকে অন্যদের জন্য পরীক্ষা হিসাবে করেছি - তোমরা কি ধৈর্য ধরবে?..."

যেমন, ধনীরা গরীবের জন্য পরীক্ষা আর অমুসলিম একজন মুসলিমের জন্য পরীক্ষা। অন্য একটি আয়াত ইঙ্গিত করে যে লোকেরা কীভাবে ভাল বা খারাপ বিবেচনা করে সেগুলি তাদের জন্য পরীক্ষা এবং পরীক্ষা। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 35:

"...এবং আমরা পরীক্ষা হিসাবে মন্দ এবং ভাল দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করি; এবং আমাদের কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করা হবে।"

এর অর্থ হল ভাল সময় এবং অসুবিধার মুখোমুখি হওয়া একজন মুসলিমের জন্য একটি পরীক্ষা। ভাল সময় হল একটি পরীক্ষা যার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রয়োজন এবং অসুবিধা হল একটি পরীক্ষা যার জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন। জামে আত তিরমিযী, 2464 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, অসুবিধায় ধৈর্য ধরা সহজে কৃতজ্ঞ হওয়ার চেয়ে সহজ।

এটা মনে রাখা জরুরী, এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলিমকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা উচিত যা তাদের জন্য পরীক্ষা হতে পারে, যেমন সম্পদ। এর অর্থ হল, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের প্রয়োজনীয়তা ও দায়িত্ব পালনের জন্য একজন মুসলমানের উচিত এই দুনিয়া থেকে যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করা। মানুষের প্রতি ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করা উচিত এবং মানুষকে সন্তুষ্ট করার চেয়ে মহান আল্লাহকে খুশি করাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। মহান আল্লাহকে অমান্য করে মুসলমান যদি মানুষকে খুশি করার জন্য কাজ করে তাহলে মানুষ একজন মুসলমানকে রক্ষা করবে না। কিন্তু মহান আল্লাহ একজন মুসলিমকে মানুষের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত

মুসলিমরা মহান আল্লাহকে মান্য করে, যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়।

ভালবাসা

এই মহান প্রার্থনায় উল্লিখিত পরবর্তী বিষয়গুলি হল মহান আল্লাহকে ভালবাসা, যারা আন্তরিকভাবে আল্লাহকে ভালবাসে, মহান আল্লাহকে ভালবাসে এবং ভাল কাজগুলিকে ভালবাসে যা মানুষকে মহান আল্লাহর ভালবাসার কাছাকাছি নিয়ে আসে। প্রার্থনার এই দিকটি এমন সমস্ত জিনিস অন্তর্ভুক্ত করে যা উভয় জগতের জন্য ভাল এবং দরকারী। একমাত্র যখন মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক ভালবাসা কারো হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে তখনই তা তাদেরকে সৎকর্ম সম্পাদনে পরিচালিত করবে যা মহান আল্লাহর কাছে প্রিয়। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ভালবাসে, সে সেই জিনিসগুলিকে ভালবাসবে যা মহান আল্লাহ কথা ও কাজের ক্ষেত্রে পছন্দ করেন। এই ভালবাসা একজনকে পাপ এড়িয়ে চলতে অনুপ্রাণিত করবে কারণ মহান আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে, তাঁর প্রতি আন্তরিক ভালবাসার বিরোধিতা করে।

মহান আল্লাহর ভালোবাসাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম প্রকার সকল মুসলমানের জন্য ফরজ। এর মধ্যে রয়েছে মহব্বত করা এবং এই ভালোবাসাকে কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করা বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে যা মহান আল্লাহর প্রিয়। এর মধ্যে রয়েছে অপছন্দ করা এবং সেই সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকা যা মহান আল্লাহ পাক ঘৃণা করেন। অতএব, যখনই কেউ এটি মেনে চলতে ব্যর্থ হয় তখনই দেখায় যে, মহান আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসার ঘাটতি রয়েছে। এই ভালবাসাকে সংশোধন করার জন্য একজনকে আন্তরিক অনুতাপ করতে হবে এবং এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক পূরণ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসাকে পরিপূর্ণ করতে পারে।

মহান আল্লাহর ভালবাসার দ্বিতীয় দিকটি হল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য স্বেচ্ছাকৃত নেক আমল করার চেষ্টা করা। ফরজ দায়িত্ব পালন, গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং স্বেচ্ছায় সৎকর্ম সম্পাদন করা মহান আল্লাহর ভালোবাসা লাভের দিকে পরিচালিত করে। এটি সহীহ বুখারী, 6502 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মহান আল্লাহকে ভালোবাসার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর হুকুম নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা, যেহেতু কেউ জানে যে এটি তাদের প্রিয় নাম, মহান আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত হয়েছে।

এছাড়াও, মহান প্রার্থনায় মহান আল্লাহকে যারা ভালোবাসে তাদের ভালোবাসার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ভালবাসার পরিপূর্ণতা হল তাদেরকে ভালবাসা যারা মহান আল্লাহকে ভালোবাসে এবং যারা মহান আল্লাহকে অপছন্দ করে তাদের অপছন্দ করা।

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট : https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক: https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন: https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন: http://shaykhpod.com/subscribe